

## মুক্তমন ও মুক্তমনা -৫

প্রদীপ দেব

### বিগ ব্যাং তত্ত্বের জনক - বাইবেল!!!

ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির কলম্বাস ক্যাম্পাস হলো আমেরিকার সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস। পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে এই বিশাল ক্যাম্পাসে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের হাওয়ায় ওহাইও স্টেট সবসময় রক্ষণশীল অর্থাৎ গোঁড়া রিপাবলিকানদের রমরমা অবস্থা এখানে। কিন্তু ক্যাম্পাসের ভেতরে এর প্রভাব দেখা যায় না বললেই চলে।

গ্রীষ্মের দুপুরে ফিজিক্স বিলডিং - সিথ ল্যাব থেকে ফ্যাকাল্টি ক্লাবে লাঞ্চারে যাবার সময় প্রতিদিনই চোখে পড়ে একটি দৃশ্য। নামমাত্র বস্ত্রে শ'য়ে শ'য়ে ছেলেমেয়ে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে রৌদ্রপান করছে - আর খোলামাঠে এইসব প্রায় নগ্ন ছেলেমেয়েদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন সুটকোট পরা মধ্যবয়সী লোক তারস্বরে চিৎকার করছে। একটু খেয়াল করে শুনলেই বোঝা যায় - লোকটি বলছে মহান ঈশ্বরের পুত্র যীশু কীভাবে এই সব পতিত ছেলেমেয়েদের উদ্ধারে পতিতপাবণের ভূমিকা পালন করবেন। প্রায় প্রতিদিন দেখতে দেখতে দৃশ্যটি গা সহ্য হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু একদিন দেখলাম পুরো ক্যাম্পাসে শত শত সুটকোট টাই পরা যীশুর সেবক বাইবেল বিলোচ্ছে। রেক্সিনে বাঁধানো ছোট সুন্দর বাইবেল। কম্পিউটারের মত বাইবেলও এখন দিন দিন স্লিম হচ্ছে। বুঝলাম এখানে বাইবেলের সাংগঠনিক শক্তি বিপুল।

খুব বেশি শক্তিশালী বলেই হয়তো এরা শক্তি প্রদর্শন করে না সহজে। তাই ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ডিপার্টমেন্টগুলোতে পেশীশক্তির কোন দাপট নেই। এমনকি ডিপার্টমেন্টের অভ্যন্তরীণ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনগুলোও ধর্মকে কাজ থেকে আলাদা করেই রাখে। কিন্তু এরকম স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই একটা ঘটনা ঘটে গেলো ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। ফিজিক্স গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস কাউন্সিল তাদের নিয়মিত সেমিনারে বক্তৃতা দেয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে আনলো ডঃ হিউ রস (Hugh Ross) -কে।

শুরুতে কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। ডঃ হিউ রসকে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবেই পরিচয় দেয়া হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং - **Astrophysical Evidence of the Existance of God**। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে এর আগেও বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হয়েছে এবং দেখা গেছে কোন বিজ্ঞানীর পক্ষেই বিজ্ঞানের সব শর্ত মেনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। ডক্টর রস কী প্রমাণ নিয়ে এসেছেন দেখার ইচ্ছে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

২৯ এপ্রিল ২০০৫, বিকেল সাড়ে চারটায় সেমিনার। ৫০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে নতুন ফিজিক্স বিলডিং হয়েছে ইউনিভার্সিটির। নিচের তলায় অত্যাধুনিক কনফারেন্স রুম। বেশির ভাগ সেমিনারের ক্ষেত্রেই দেখেছি প্রচুর সিট খালি থাকে। যত বেশি জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় - তত বেশি সিট খালি পড়ে থাকে। প্রতি মঙ্গলবার কলোবুইয়ামে প্রচুর লোক হয় সত্য, তবে বেশির ভাগই আসে ফ্রি খাবারের লোভে। সেমিনারে কোন খাবার দেয়া হয়না, তার ওপর আজ বৃষ্টিও হচ্ছে, বাইরের তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নিচে। সুতরাং সিট পাওয়া যাবে এরকম নিশ্চিত হয়েই সাড়ে চারটার কয়েক মিনিট আগে গিয়ে দেখি - কনফারেন্স রুম লোকে লোকারণ্য।

হলের সামনের লবিতে রীতিমত বাজার বসে গেছে। বিক্রি হচ্ছে হিউ রসের লেখা বই আর কিছু ডিভিডি। **Beyond the Cosmos, Creation and Time, The Origins of Life** ইত্যাদি নামের বইগুলো দেখে বিজ্ঞানের বই বলেই মনে হয়। কিন্তু সেমিনার বক্তৃতার পরে বুঝতে পেরেছি বইগুলো আসলে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে বাইবেল প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোন রকমে ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ডায়াসের কাছাকাছি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানোর মত জায়গা পেলাম একটু। আশে পাশের মুখগুলোর কোনটাই ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ নয়। ছোটছোট ছেলেমেয়ে এসেছে প্রচুর, আর অনেক বুড়োবুড়ি। বৈজ্ঞানিক সেমিনারের পরিবেশ নেই একটুও। কেমন যেন বাংলাদেশের ওয়াজ মাহফিলের মত মনে হচ্ছে। বক্তা ডক্টর হিউ রসের পরিচিতি দেয়া হলোঃ অ্যাস্ট্রোনমিস্ট। কানাডার ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো থেকে অ্যাস্ট্রোনমিতে পিএইচডি করেছেন ১৯৭৩ সালে। ক্যালটেকও গবেষণা করেছেন কিছুদিন - কোয়াসার (quasars) বিষয়ে। তারপর বাইবেলের প্রতি আকর্ষণে মূল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছেড়ে শুরু করেছেন বাইবেলের গবেষণা। প্রতিষ্ঠা

করেছেন বাইবেলকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করার জন্য নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান **Reasons to Believe**। বুঝতে পারছি যে একবিংশ শতাব্দীতে বাইবেলে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে, যুক্তিহীন বিশ্বাস এখন আর ধোপে টিকছে না। আগের মতো বিশ্বাস করো - বললেই কেউ বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে না। বিশ্বাসের জন্য এখন যুক্তি লাগে। সে জন্যই বাইবেল বিশ্বাসে কার্যকারণ প্রয়োগের চেষ্টা।

বজ্রতার শুরুতে কিছুক্ষণ বিজ্ঞান নিয়ে কথা বললেন ডঃ রস -

- ১৯৬৫ সালে আরনো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিগ ব্যাং তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন।
- ১৯৪৬ সালে জর্জ গ্যামো হিসেব করে দেখিয়েছেন যে মহাবিশ্ব প্রায় অসীম তাপমাত্রার একটি অবস্থা থেকে প্রসারিত হতে হতে বর্তমান অবস্থানে এসেছে।
- ১৯২৯ সালে এডউইন হাবল তাঁর টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্যালাক্সির গতি পরিমাপ করে প্রমাণ করেছেন যে মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।
- ১৯২৫ সালে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ও ক্যাথলিক পাদ্রী অ্যাবি জর্জ লিমেটিয়ার সর্বপ্রথম বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।
- ১৯১৬ সালে আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি থিওরি থেকেই আসলে বিগ ব্যাং থিওরির ধারণা মানুষের মনে আসে।

অ্যাবি জর্জ লিমেটিয়ারকে একটু বেশি গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারটি হিসেবে না ধরলে এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই আছে। কিন্তু এরপরেই ডঃ রস তাঁর খেলের বেড়ালটি বের করলেন -

- এসব বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যব, মোসেস, ডেভিড, ইশাহ, জেরেমি সহ অন্যান্য সব বাইবেল রচয়িতা বাইবেলেই লিখে গেছেন বিং ব্যাং এর কথা।

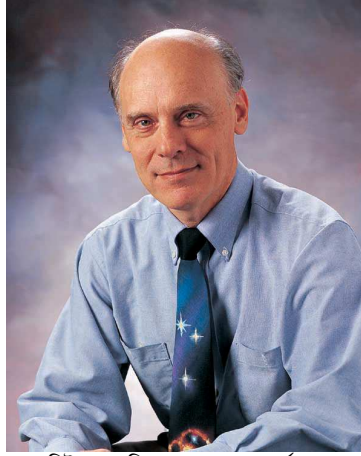
এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে। অবশ্য বিষাদে নয়, বেশ হর্ষাৎফুল্লভাবে গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করছেন ডঃ রস। এখন তাঁকে স্ট্রোকোট পরা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মতো মনে হচ্ছে আমার। ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তঃত সাত জায়গায় লেখা আছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা, বাইবেলের এগারোটি ভার্শে আছে মহাবিশ্ব প্রসারণের কথা, বাইবেলে পরোক্ষভাবে থার্মোডায়নামিক্স, গ্র্যাভিটি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম সহ পরিষ্কার লেখা আছে বিগ ব্যাং এর কথা। বিগ ব্যাং আসলে বাইবেলেরই তত্ত্ব - মানুষের কোন আবিষ্কার নয়। ডঃ রসের কথা থামতে না থামতেই ‘আমেন’ ‘আমেন’ চিৎকার।

এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু প্রচন্ড ভীড় ডিঙিয়ে বেরিয়ে যাবারও কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানের নামে ডঃ রস যা বলছেন তা আসলে বিজ্ঞানের মোড়কে বাইবেল প্রচার। আর তা শুনে যারা আমেন আমেন চিৎকার করছেন তারা মনে হচ্ছে বিজ্ঞান বোঝেন না বা বুঝলেও বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে বাইবেলের সত্যতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট।

প্রশ্নোত্তর পর্বে সহজে পার পেলেন না ডঃ রস। দর্শকদের মাঝে ছিলেন হাই এনার্জি ফিজিক্সের জাঁদরেল প্রফেসর উলি হাইনস। ল্যাবোরেটরিতে বিং ব্যাং এর পূর্ববর্তী এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদিরূপ পরীক্ষা করে দেখার জন্য যে ক’জন বিজ্ঞানী কাজ করে যাচ্ছেন - উলি হাইনস তাঁদের একজন। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের যে সমস্ত এভিডেন্সকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে দাবী করছেন ডঃ রস - তা থেকে বিগ ব্যাং এর সত্যতা প্রমাণিত হয় সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়। প্রফেসর হাইনসের সাথে সুবিধা করতে পারলেন না ডঃ রস। দর্শকদের মাঝে অনেকেই হাত তুলেছেন প্রশ্ন করার জন্য। আমার চামড়ার রঙের কারণেই হোক, বা আমাকে গোবেচারা মনে হওয়ার কারণেই হোক - ডঃ রস আমাকে সুযোগ দিলেন প্রশ্ন করার জন্য।

- ডঃ রস, আপনি দাবী করছেন বিগ ব্যাং সহ সবকিছুই বাইবেলে আছে। তাহলে ঈশ্বর যে ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বলে বাইবেলে বর্ণিত আছে তার কী হলো? বিগ ব্যাং তো একবারই ঘটেছে এবং তা থেকে জীবনের সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত বিলিয়ন বছর লেগে গেছে। আর যে কোন কিছু বৈজ্ঞানিক ভাবে আবিষ্কৃত হবার পরেই আপনারা তা বাইবেলে খুঁজে পান, আবিষ্কারের আগে পান না কেন?

ঈশ্বরের দিনরাত্রি আর আমাদের দিনরাত্রির পার্থক্য আছে, ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার ইত্যাদি গতানুগতিক অনেক কথা বললেন ডঃ রস - যার বেশির ভাগই আমি বুঝতে পারিনি। পরে ডঃ হিউ রসের ওয়েব সাইটে ([www.reasons.org](http://www.reasons.org)) গিয়ে দেখলাম - একই বৃত্তান্ত। ধর্মকে বিজ্ঞান বলে চালানোর চেষ্টা। Big Bang - The Bible Taught It First শিরোনামে একটি প্রবন্ধও আছে এই ওয়েবসাইটে ([www.reasons.org/resources/fff/2000issue03/](http://www.reasons.org/resources/fff/2000issue03/))। ওয়েব সাইটের স্লোগান হচ্ছে - It's Scientists Vs Preachers, not Science vs The Bible। বিজ্ঞান আর বাইবেলে কোন বিরোধ নেই!! সত্যিই যদি তাই হতো - কতো ভালোই না হতো। বাইবেলও বিজ্ঞানের মত সময়ের সাথে সাথে আধুনিক হতো। বিজ্ঞানের যেমন ঈশ্বরের ধারণার দরকার হয়না - বাইবেলেও আর কোন ঈশ্বর থাকতো না।



ডঃ হিউ রস - বিজ্ঞানের মোড়কে ধর্ম বেচেন।

ডঃ রস ১৯৭৭ সালের পরে আর কোন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন নি। নিজেকে তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় দেন কীসের ভিত্তিতে জানিনা। মাত্র পাঁচটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। যে কোন পিএইচডি গবেষকেরই কমপক্ষে পাঁচটি গবেষণাপত্র থাকে। ডঃ রস বিজ্ঞানের রস মিশিয়ে অনেক বই লিখেছেন - যেগুলো বাইবেল প্রচারপত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম যে অচল তা ধর্ম প্রচারকারীরা বুঝতে পেরেছেন বলেই ধর্মকে বিজ্ঞান বলে চালানোর চেষ্টা করছেন। ডঃ রস নতুন কিছু করছেন না, এই প্রচারকারীর ভীড় বাড়িয়েছেন মাত্র।

২১ এপ্রিল, ২০০৬  
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।